পার্থক্য : মহাকাব্য ও গীতিকাব্য ।

1) মহাকাব্য বস্তুনিষ্ঠ কাহিনি প্রধান, গতিকবিতা আত্মনিষ্ঠ অনুভূতি প্রধান।
2) মহাকাব্য বিস্তৃত স্বর্গবন্ধ রচনা আর গীতিকবিতা স্বল্পায়তনের।
3) মহাকাব্যের ভাষা ওজস্বী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ আর গীতিকবিতার ভাষা সহজ-সরল-সংবেদনশীল, ব্যঞ্জনাময়।
4) গীতিকবিতা সঙ্গীতমুখর, মহাকাব্য যুদ্ধসজ্জায় তূর্যনিনাদ।

মহাকাব্যের জন্ম ইতিহাস ।

মহাকাব্য ইংরেজী 'Epic'-এর বাংলা প্রতিশব্দ। গ্রীক 'Epicos' বা 'Epos' থেকে 'epic' শব্দের উদ্ভব। 'epic' বলতে বোঝায় এক সুদীর্ঘ বীরগাথা — যা এক বা একাধিক নায়কের অসামান্য কীর্তিকলাপের মহিমোজ্জ্বল আখ্যায়িকার মধ্যে দিয়ে একটি দেশ বা জাতির সমগ্র ঐতিহ্য ও ভাবাদর্শকে পরিস্ফুট করে তোলে। জাতির জীবনে যেসব খণ্ড বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনা ছড়িয়ে থাকে মহাকাব্যে সেগুলি মহাকাব্যে সেগুলি মহিমাময় সংহতি লাভ করে।

আসলে গীতিকবিতার একক, আত্মনিষ্ঠ, হৃদয়ানুভূতির অবকাশ নয়, দেশ ও জাতির সংকট ও পরিবর্তনের ভিন্নতার অন্তর্লোক থেকে এক বস্তুনিষ্ঠ সমাজ-বীক্ষণরূপে মহাকাব্যের জন্ম।

ব্যঙ্গ মহাকাব্য ।

প্রাচীন মহাকাব্যের রীতিপদ্ধতির অনুকরণে কোনো তুচ্ছ বা হাস্যকর বিষয় অবলম্বনে যে বিদ্রূপাত্মক সরস ও ব্যঙ্গধর্মী কাব্য রচিত হয়, তাকে ব্যঙ্গ মহাকাব্য বলে।

উদাহরণ : জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরী বধ', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' ইত্যাদি।

— o —

Scanned by CamScanner